ইনকিলাব

তারিখ .... 2013 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

শর্ত পূরণে ব্যর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ অন্যান্য শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'উচ্চশিক্ষা : বাস্তবতা ও প্রতিবন্ধকতা' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, দেশে ৫০টিরও বেশী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে। তিনি মনে করেন, কেবল প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য অর্জনে কেবল ডিগ্রি অর্জনের শিক্ষা নয়, বস্তুসম্মত ও সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছতেই সরকার গুণগত শিক্ষার ওপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তব হচ্ছে, বিদ্যমান ৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও গত বছরের শেষ দিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদন দেয়া সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সুপারিশ অনুসরণ করা হয় নি। এর আগেও দলীয় বিবেচনায় ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, কেবল সার্টিফিকেট বাণিজ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন শিক্ষাখাতে সামগ্রিকভাবে বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই শর্ত পূরণ করতে না পারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা দরকার।

এক সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক করে তোলার জাতীয় প্রয়োজন বিবেচনাতেই সকল মহল থেকে পাবলিকের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র দলগুলোর রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির কারণে সংঘর্ষ এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দরুন লাগাতার শিক্ষাক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষাখাতে যে সেশন জট ও ব্যাপক হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল তার নিরসনে কার্যকর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে যুগোপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈরাজ্যজনক অবস্থার পরিপূর্ণ অবসান না হলেও নামসর্বস্ব অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যা করছে তা শিক্ষার জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছে। গভীর সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে দেশের অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এর সিংহভাগই ধরাছোঁয়ার বাইরে। আইন না মানার প্রবণতাও বেড়েই চলেছে। মালিকানার দ্বন্দ্ব, ভিসি পদ নিয়ে রেষারেষি, ক্যাম্পাসে মাদকের বেপরোয়া বিস্তার, নির্বিচার সনদ বিক্রি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানিসহ নানা অবাঞ্ছিত কারণে কমপক্ষে তিন ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে মুখ থুবড়ে পড়েছে। শর্তানুযায়ী ক্যাম্পাস না থাকার কারণে অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মস্তানবাহিনীর মারপিটের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে বক্তারা অভিযোগ করেছেন, মেধাহীন টাকাওয়ালা বহু শিক্ষার্থী কেবল টাকার জোরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট কিনে নিতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের শিক্ষাগত বা আত্মিক উন্নয়ন কতটা হয় সেটা মূল বিবেচ্য নয়। নিঃসন্দেহে এই বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট মহলের উদাসীনতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শর্ত পূরণের সময় বারবার বেঁধে দেয়া এবং শেষ হওয়া সত্ত্বেও তারা শর্ত পূরণ করছে না এবং করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যুক্তির জোরেই তারা আইন-কানুনের তোয়াক্কা করছে না। সঙ্গত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, কেবল রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া সঠিক কি না।

অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় বেঁধে দেয়া এখন প্রথা পেয়েছে পরিণত হয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে বহুবার শর্ত মানার কথা বলা হলেও এ পর্যন্ত তাতে কোন কাজ হয়নি। অথচ যারা বেঁধে দেয়া শর্ত মানেন নি তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে এমন খুব একটা শোনা যায় নি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শর্ত পূরণ না করার বিষয় বিবেচনায় রেখেও অনুমোদন প্রক্রিয়া বহাল রাখা হচ্ছে। সুতরাং আইন মান্য করানো যাদের দায়িত্ব এক্ষেত্রে তাদের শৈথিল্যই প্রমাণিত হয়েছে। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসেন্ট যদি মানা না হয় তাহলে এতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কি। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের অনুপাতের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের বিধি-বিধান রাখাও জরুরী। আলোচ্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন ভূমিকা রাখার অবকাশ নেই বিধায় এ ধরনের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন প্রদান বন্ধ এবং যারা শর্ত পূরণ করেনি তাদের অনুমোদন বাতিল করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে গভীর সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।